

বাংলাদেশে অপরাধীদের বচিরন শুধু সন্ত্রাস, চুরডিকাত, খুণ-খারাবী বা ব্ যতচিরীতে নয়, বরং পু লশি, প্ রশাসন, আদালত, ব্ যবসা-বানজি ষ ও বৃ দ্ ধবি ত্ তপিহ প্ রতটিকি ষতে র্বে ব্ স তু তঃ সমগ্ র দশেটাই অধিকিত তাদরে হাতে তাদরে সবচযে বড তীড দশেরে রাজনীততিে অনকেরে কাছই রাজনীতি এখন আর নছিক নগি় বার্ থ জনসবোর হাতঘি়ার নয়, ব্ যবহ ত হ্ ছে হীন প্ বার্ থ শকিরে হি় হি়স্ র জীব যমেন শকির শষে বনে গষি়ে আশ্ রয্ নযে, তমেন বিহু দু র্ ব্ ত ত অপরাধীরাও নজি়দেরে প্ রাণ বাঁচাতে বা ক্ ত অপরাধেরে শাস্ তি এড়াতে রাজনীততিে য়ে গ দযে ত্ অফসি-আদালত, সনোনবিস, হাট-বাজার বা লে কালযে অপরাধ কর্ ম সংঘটতি হলে সটেটির তবু ও বচিররের সম্ ভাবনা থাকে কনি তু রাজনীততিে সযে সম্ ভাবনা নই কারণ, আদালত, সকে র্টোরঘিটে, ডাকাতপাড়া বা পথে ঘাটে দু ষ্ কর্ য়ে লপি ত কনে অপরাধীকে পু লশি ধরলে তার পক্ ষে ঘছিলি হয না, লগি বঠো নঘি়ে তাকে বাঁচাতে কটে যু দ্ ধ শুরু করে না তখচ কনে রাজনৈতিকি নতোকো দু র্ নীত বা কনে বদিশৌ শক্ তরি গু প্ তচর বা এজনে ট হওয়ার গু ব্ তর অভঘি়ে গযে ধরলেও তার বচির করা অসম্ ভব বচিররের আগই অপরাধী নতোকো নরি দো ষ য়ে ষনা দেওয়া হয রাজনৈতিকি মগ্ চ থেকে এবং সযে নতের বরি দু ধ্যে বচিররের য়ে কনে উদ য়ে গকো রাজনৈতিকি প্ রতহি়িসা আখ্ যা দঘি়ে সরকার ও বচিরকদেরই উল্ টো রাজপথে লাঠি দখোনো হয পাকসি তান আঘলে তাই শথে যু ডবি এবং আগরতলা ষডঘন ত্ র মামলায্ তাং র সখীদেরে বচির করা সম্ ভব হয না তখচ অভঘি়ু ক্ তরা য়ে ভারতের সাথে মলি়ে ষডঘন ত্ র করছেলি তা নঘি়ে এখন আর বতির ক নই বরং সযে ষডঘন ত্ রের সাথে সং শ্ লঘি টতা এখন গণ্ য হ্ ছে আত্ ম-গরঘি়ার বঘি় রূ পো তখচ দেশেরে তখন ডতা ও সার বভ্যে ত বরে বরি দু ধ্যে শত্ রু দেশেরে সাথে মলি়ে ষডঘন ত্ র লপি ত হওয়া য়ে কনে সভ্ য দেশই য়ে ত্ ঘদন ড বা য়া জীবন কারদন ড হওয়ার য়ে য়ারাত্ মক অপরাধ বাংলাদেশেরে বহু লে কেরে কাছো আগরতলা ষডঘন ত্ রটি য়ে গোরবময্ কর্ ম রূ পই গণ হে ক না কনে, পাকসি তান সরকারেরে কাছো সটেটি ছিল দেশো দ্ রে হ-মু লক জঘন্ য অপরাধ ভারত বা তন্ য য়ে কনে দেশে এরূ প ষডঘন ত্ র হলে সখোনোও এটাকে ভনি ন ভাবে দেখো হত না কনি তু পাকসি তান সরকার সযে অপরাধেরে বচির করতে পারনি পাকসি তানের আদালত শথে যু ডবিকে কাঠগড়ায্ তুলছেলি ঠিকই কনি তু বচিররের কাজ শষে করতে পারনি আগরতলা ষডঘন ত্ রের সাথে সং শ্ লঘি টতা শথে যু ডবিকে কনে শাস্ তি দেওয়া দু রে থাক, সটেটি তাকে হরি়ো বানঘি়ে দেযে বাংলাদেশেরে রাজনীততিে অপরাধ কর্ মেরে নাযক ও য়ে কতটা বশি়াল প্ রতঘি ঠা পায এ হল তার নজরি আর এরূ প প্ রতঘি ঠাপ্ রাপ্ তরাই দেশেরে ক্ ষমতপীন দলেরে রাজনীতিকি অপরাধীদেরে অভয্ অরণ্ য়ে পরণিত করছে

অর্ থহরণ, নরীহরণ, দস্ যু ব্ ত তি ও দেশেরে বরি দু ধ্যে গু প্ তচরব্ ত তি য়ে কনে সমাজই জঘন্ য অপরাধ তবো বড অপরাধ হল, জনগণেরে য়ে প্ রকাশেরে স্ বাধীনতা ও রাজনৈতিকি অধিকিরেরে ন্ যায মৌলিকি মানবকি অধিকির ছনিঘি়ে নেওয়া এতে লু ন্ ঠতি হয মানু ষেরে মানবকি পরচিতি ও মর্ যাদা ব্ যক্ তরি জীবনে অতি মূ ল্ যবান সম্ পদ এটি এ অধিকির অর্ জনে রাষ্ ট্ রে বশি়াল বপি লব আনতে হয মানু ষ উপার্ জন বাড়ায, উন নত সমাজ গডে এবং সভ্ য রাষ্ ট্ র নরি মান করে তে সযে মানবকি মর্ যাদা বা অধিকির প্ রতঘি ঠার প্ রযে জনে মানবতার মূ ল শত্ রু হল তারাই য়ারা মানু ষেরে স্ বাধীন মানু ষ রূ পে মানু ষেরে বাঁচার সযে অধিকিরই ছনিঘি়ে নযে য়ে কনে সভ্ যদেশে সামরকি ক্ যু ও সরকার বরি ষীদেরে রাজনৈতিকি অধিকির হনন এ জন্ যই অতি গু রু তর অপরাধ এতে সভ্ য সমাজ ও রাষ্ ট্ র নরি মানেরে মূ ল লক্ ষ্ যই ব্ যহত হযে য়ায দেশে তখন পরণিত হয কারাগারে কনি তু বাংলাদেশেরে রাজনীতি অপরাধীদেরে অভয্ অরণ্ য হওয়া এখন অপরাধ কনে অপরাধই নয় শথে যু ডবি গণতন ত্ র হরণ করছেন, সকল বরি ষী দলকো নঘি়ি ধ করছেন, সকল সরকার-বরি ষী পত্ রকির দফতরে তালা বা লঘি়েছেন তার আঘলে নহিত হযছে প্ রায ৩০ হাজারেরে বশৌ বরি ষী দলীয রাজনৈতিকি কর্ যী কনে কনে হত্ যার পর প্ রচন ড দম্ ভ দেখি়েছেন শথে যু ডবি স্ বযং নজি়ে এখন কু রু চি সচারচর কনে সভ্ য মানু ষেরে থাকে না তখচ বন দী সরি়াজ স্কিদারকো পু লশি হিফাজতে হত্ যা করার পর পার্ লামনে টে দাং ঘি়ে “কো থায আজ সরি়াজ স্কিদার?” বলো উল্ লাস করছেন কাউকো বনিবচিরে হত্ যা করার অধিকির কনে সরকারেরেই থাকে না শথে যু ডবিরেও ছলি না কনি ত্ র আওয়াঘী লীগ শাসনামলে শু ধু সরি়াজ স্কিদারকোই কারাধীন অবস্ থায হত্ যা করা হয না প্ রাণ হারঘি়েছেন মু সলমি লীগ সভাপতি ফজলুল কাদরে চৌধুরী নরি ময ভাবে হত্ যা করা হযছে নেজামে ইসলামী নতো মৌলভী ফরিদি আহম্ মদসহ আরো অনেকেকই

অপরাধ কর্ ম প্ রত্ সভ্ য বা অসভ্ য সব সমাজই ঘটে তবো সভ্ য সমাজেরে বশৈঘি ঠ হল সযে সমাজে অপরাধেরে বচির হয আইনেরে শাসন প্ রতঘি ঠা পায তখচ অসভ্ য সমাজে সটেটি হয না এভাবেই ফু টে উঠে সভ্ য সমাজ থেকে অসভ্ য সমাজেরে পার্ থক্ ষ অপরাধীরে বচিরে সর্ বপ্ রথম য়ে টে জিরু রী, সটেটি হল অপরাধকো য়ে গা করা সামর থ এবং সযে সাথে অপরাধীকো নছিক অপরাধী হপি়াবে দেখো বচিররের আগে ক কনে দলেরে, ক কনে ভাষা বা বর্ ণেরে অপরাধীরে সযে পরচিষ্টি গু রু ত্ ব পলে স্ বচিরই অসম্ ভব হযে পড়ে তাই স্ বচিররের সামর থ সবর থাকে না এ জন্ য চাই মানসকি, চারতি রকি ও নৈতিকি স্ স্ থ য়তা স্ বরোচারি শাসক, দু র্ ব্ ত ত বচিররক, আগ্ রসী সাম্ রাজ্ যবাদী, ঔপনবিশেকি লু টরোদেরে সযে সামর থ থাকে না তারা তে নজিরেই য়ন্ য অপরাধেরে নাযক তারা বরং ন্ যয বচিরকই অসম্ ভব করে তে লে এরা শু ধু প্ রশাসন ও

রাজনীতিকেই দখলে নেবে, না, দখলে নেবে, দেশের আদালতকেও। তাদের অন্যায্য কর্মের বিরুদ্ধে প্ৰতিবাদী মানুষকেই তারা রাজনৈতিক শত্রু জ্ঞান করে এবং বিচার ছাড়াই তাদের হত্যা করে। সবে হত্যাকে জাঘজে করার জন্য তারা বড়জোর ঘেঁটে। আদালত বসায়, মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের শতাব্দী বর্ণবাদীরা সবে দেশের কালো ও রঙে ইন্ডিয়ানদের নির্মূলকে জাঘজে করার জন্য সদ্যে বহু হাজার ঘেঁটে। আদালত বসিয়েছে। একই মানসিকতার কারণে বাংলার মসলনি শিল্পের তাৎপর্য উপনিবেশিক ইংরেজদের কাছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য হইছে। তাদের সবে অপরাধে হাতের আঙুলও কাটা হইছে। দেশের শাসনক্ৰমতাপরাধীদের হাতে গলে নেয়ায়, বিচার ঘেঁটে কতটা অসম্ভব হইবে পড়ে এ হল তার সামান্য নয়না।

একই রূপ অবস্থা শখে মুজবি ও তার অনুসারী আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-বুদ্ধিজীবীদের। আওয়ামী লীগ তৃতীয়বার ক্ৰমতাপ, এসে সবে বিচার প্ৰতিষ্ঠান বদলে সর্বপ্ৰথম তার নিজস্ব শত শত নেতা-কর্মীদের উপর থেকে দায়বদ্ধতা মাফলা তুলে নিইছে। এর মধ্য ঘেঁটে বহু খণ্ডের মাফলাও রইছে। তখচ ঘেঁটে কে ন দেশে কাউকে নির্দেষ বলে খালস দেওয়ার সামর্থ্য কে ন সরকারের থাকে না। সবে অধিকার একমাত্র আদালতের। সবে সাথে মাফলার বন্যা শুরূ হইছে বরিয়ে ধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। একই রূপ ঘটনা ঘটছে সত্তরতর দশকে আওয়ামী শাসনামলে। বহু হাজার বহিরী, হাজার হাজার রাজাকার, শত শত আলমে ও বহু হাজার বাঘপন্থিক নির্মূলকে বনি বিচারে হত্যা করা হইছে। লুনুঠি হইছে তাদের ঘরবাড়িও সহায়সম্পদ। লুনুঠি হইছে রলিফিরে মাল। অপরাধ কর্মের প্ৰচন্ড প্ৰলাবন শুরূ হইছে লি মুজবি আমলে। কনি তু শখে মুজবি ও তার সর্বোচ্চাচার সরকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে কে ন আইনগত ব্যবস্থা নই নেয়না।

শখে মুজবি: “ঢাকা স্টেডেঘিমে কে ন ম্যাসাকার হইনা। তুমি মথি ঘেঁটে বলছ।” ফালসী: “ঢাকা স্টেডেঘিমে যুক্ত বিহানীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি?” শখে মুজবি: “ম্যাসাকার? হেঁটে ম্যাসাকার?” হাজার হাজার মানুষের সামনে ঢাকা স্টেডেঘিমে কাদরে সদি দক্ষি ৪ জন হাতপা বাঁধা রাজাকার হত্যা করছে। আনুতর জাতিকি আইনে এভাবে বন্দীদের হত্যা যুদ্ধাপরাধ। কনি তু আওয়ামী লীগ সবে জঘন্য অপরাধটিকেও অপরাধ রূপে গণ্য করনে। শখে মুজবি সবে অপরাধ কর্মকে প্ৰথমত অস্বীকার করনে, তারপর নহিতরা ঘেঁটে রাজাকার সবে স্টেডেঘিমে জাঘজে ঘেঁটে ঘেঁটে এ বধিষে প্ৰমাণ্য দলীল এসছে প্ৰথমত সাংবাদিক ওরঘিনা ফালসীর রপিরে ট থেকে। তনি লিখিছে, “এরপর ১৮ই ডিসেম্বর হত্যাঘড় ৫৯ সন্মপরে কে তার প্ৰতিক্ৰিয়া জানতে চাইলে তনি রাগে ফটে পডনে। নচিরে অংশটি আঘার টেপ থেকে নেয়।” ফালসী: “মি. প্ৰাইম মনিষ্টার, আমি মথি যাবাদী নই। সখে নে আরে। সাংবাদিক ও প্ৰমাণ্য পনের হাজার লোকের সাথে আমি হত্যা কন্ড প্ৰতিষক করছে। আমি চাইলে আমি আপনাকে তার ছবিও দেখাবে। আঘার পত্ৰকিা সবে ছবি প্ৰকাশিত হইছে।” শখে মুজবি: “মথি যাবাদী, ওরা যুক্ত বিহানী নয়।” ফালসী: “মি. প্ৰাইম মনিষ্টার, দয়া করে মথি যাবাদী শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না। তারা যুক্ত বিহানী। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আব্দুল কাদরে সদি দক্ষি এবং তারা ইউনিফর্ম পরা ছিল।” শখে মুজবি: “তাহলে হইতে। ওরা রাজাকার ছিল যারা প্ৰতিরোধের বিরোধিতা করছিল এবং কাদরে সদি দক্ষি তাদের নির্মূল করতে বাধ্য হইছে।” ফালসী: “মি. প্ৰাইম মনিষ্টার, ..কউই প্ৰতিরোধের বিরোধিতা করনে। তারা ভীতসন্ত্ৰস্ত ছিল। হাতপা বাঁধা থাকায় তারা নড়াচড়া করতে পারছিল না।” শখে মুজবি: “মথি যাবাদী।” ফালসী: “শবে বারের মতো বলছি, আমাকে মথি যাবাদী বলার অনুমতি আপনাকে দেবে না।” (ইন্টারভিউ উইথ হপি টেরী, ওরঘিনা ফালসী - অনুবাদে আনেষার হেপনে মঞ্জু)। এই হল শখে মুজবির মানসিকতা। এই হল আওয়ামী লীগ ঘেঁটে সর্ব বকালরে সরো বাঙালীর মানবতা, নৈতিকতা, ন্যায্য-অন্যায্যবেধ ও চরিত্রের মান। তবে এটি শিখু শখে মুজবির একর মানসিকতা নয়, এ হল শখে হাসনিসহ সকল আওয়ামী নেতাকর্মীদের আপল রূপ। এরই ফল হল, ঘেঁটে অপরাধটি শিখু ওরঘিনা ফালসীর একর দৃষ্টিতে নয়, সন্মপরে বশিবের বধিকমান মানুষের দৃষ্টিতে ছিল জঘন্য যুদ্ধাপরাধ-তা শখে মুজবির কাছে আদৌ অপরাধ গণ্য হইনা। বরং গণ্য হইছে বীরত্বপূর্ণ কর্মের রূপে। এমন মানসিকতা নই বনি বিচারে মানুষ হত্যা করে জাঘজে মনে করা ঘেঁটে পারে, কনি তু সবে মানসিকতা নই কনি ন্যায্য বিচারও প্ৰতিষ্ঠা করা যায়?

ঘেঁটে কে ন অপরাধের ন্যায্য যুদ্ধাপরাধের ন্যায্য বিচারেও করে। আপত্তি থাকার কথা নয়। কনি তু তা নই আওয়ামী লীগ ও তার মতি রদের আদৌ কে ন আগ্ৰহ ও যোগ্যতা আছে কি? আওয়ামী লীগ এর আগতে দুইবার ক্ৰমতাপ এসছে। আগ্ৰহ থাকলে সবে বিচার সত্তরতর দশকেই মুজবি আমলে হত। অপরাধের আলামাত ৪০ বছর পর অক্ৰমত থাকার কথা নেয়। ঘেঁটে কে ন যুদ্ধে দুইটি পক্ষ থাকে। প্ৰতিপক্ষই কছি অপরাধী লোকও থাকে। তারাই অপরাধ ঘটায়। বহু নিরপরাধ লোক তখন মারা যায়। সবে বিচারে আগ্ৰহী হলে উভয় পক্ষের অপরাধীদেরই আদালতের কাঠগড়ায় তুলতে হয়। একাত্তরের সকল অপরাধ শিখু পাকিস্তানী সনোবাহিনী করছে স্টেটিকি নয়। তা হলে হাজার হাজার বহিরীদের কারা হত্যা করল? কারাই বা বহু হাজার বন্দী রাজাকার এবং হাজার হাজার পাকিস্তানপন্থি নিরিস্ত্র মানুষকে হত্যা করল? তারা নশিচ্য বজ্ৰপাত বা কে ন প্ৰাকৃতিক দুর্ঘটনে মারা যায়না। কারাই বা তাদের ঘরবাড়ি লিনুঠন করল? বসনিয়া ও কসভোর যুদ্ধে বহু অপরাধ সংঘটিত

হয়ছে। আন্ তর্ জাতকি আদালত সার্ব ও মূল্যমি এ উভয় পক্ষের অপরাধীদের বরিদ্ধে বচিাররে ব্ যবস্থা নচি ছে। কন্ তু বাংলাদেশে সটেচিকই? বচিাররে এই কআন্ তর্ জাতকি মান? আন্ তর্ জাতকি আইনে যে কনে বন দীককে হত্ যা করা যুদ্ ধাপরাধ। কন্ তু বচিাররে নামে এ প্ রহসনে বন দী হত্ যাকারদিরে বচিাররে কনে উদ্ যোগই নেওয়া হয়না। আওযামী লীগ সরকার যুদ্ ধাপরাধীদের বচিারে নামে শূধু সরকার-বরিে যীদের বচিাররে উদ্ যোগে নচি ছে। বহু মানুষকে তারা সতে উদ্ দেশে যে গ্রফেতারও করছে। কন্ তু যসেব যুদ্ ধাপরাধীরীরা আওযামী লীগে আশ্ রয় নযিছে। তাদের বচিাররে উদ্ যোগে কই? কাউকে বচিার করতে হলে তার বরিদ্ধে সাক্ষী প্ রমাণ আনতে হয়। কথা হল, যাদরেকে গ্রফেতার করা হল তাদের বরিদ্ধে কই এমন ছবিসি প্ রমাণ আছে যে তারা রাইফলেরে মাথার বয়ে।নেটে দযিে থুংচযিে থুচযিে মানুষ হত্ যা করছে? থাকলে সরকারেরে সতে ছবিপ্ রকাশ করা উচতি। কন্ তু কাদরে সদি দকীর বরিদ্ধে সতে ছবিআছে। বদিশৌ পত্ রকিা য় সতে ছবিছাপা হয়ছে। সতে ছবিবহু ওষবে সাইটে এখন প্ রমাণ য় দলীল রূপে শোভা পায। ফলে যুদ্ ধাপরাধীদের বচিারে আওযামী লীগ সরকারেরে সামান্ যতম আগ্ রহ থাকলে সতে বচিার কাদরে সদি দকীরকে দযিে শুরূ হওয়া উচতি ছিল।

আন্ তর্ জাতকি আইনে কাউকে জে।রপূর্ বক ঘর থেকে রাপ্তায নামযিে তার ঘর-বাড়ি ও সহয-সম্পদ দখলে নেওয়া অপরাধ। যুদ্ ধকালে ঘটলে সটেভিঘানক যুদ্ ধাপরাধ। বাংলাদেশে সতে অপরাধ যে কতটা বীভ। স ভাবে হয়ছে তার প্ রমাণ হল, কযকে লক্ য বহিরীর হত্ যাই শূধু নয়, তাদের সহয-সম্ বলহীন বস্ তরি জীবন। দ্ বতিঘ বশি বযুদ্ ধে জার মনীর পরাজযেরে পর সতে দেশে হটিলাররে নাজী পার্ টরি বহু লক্ য নেতো-কর যী ছিল। কন্ তু বজিযী ব্ যক্ তরি তাদের ক'জনরে ঘরবাড়ী দখলে নযিছে? থুন বা ডাকাতকিরলে আদালতে শাস্ তিহয়, কন্ তু তাই বলে কআপরাধীর ঘরবাড়ী ছনিযিে নযিে তার স্ ত্ রী শশি পু ত্ র-কণ্ যাকে রাপ্তায নামানো যয? এটিকি অমানবকিতা ও অপরাধ নয়? বশি বরে কনে সত্ যদশে কই এমন বধিান আছে? কন্ তু আওযামী লীগেরে কাছে এ অপরাধ কনে অপরাধই গন্ য হয়না। তাই জঘন্ য অপরাধীদেরকে তাদের অন্ যায ভাবে দখল করা বহিরীদের ঘরবাড়ীর মালকিনা দযিে তারা পুরস্ ক্ত করছে। কথা হল, এই যাদরে ন্ যাযবোধ, মূল্ যবোধ, বচিারবোধ ও মানবতার মান, তারা যুদ্ ধাপরাধ দুরে থাক, কনে বচিাররেই কিসামর্ থ রাখ? কারণ, সতে জন্ য তে। ন্ যাযকে ন্ যায এবং অন্ যাযকে অন্ যাযকে অন্ যায বলার সামর্ থটু কু তে। দরকার?

অপরাধ শূধু যুদ্ ধকালে ঘটেনা। যুদ্ ধ ছাড়াও প্ রতদিশে বহু মানুষ থুন হয়, বহু নারী ধর্ যতি হয়, বহু দোকানপাঠ ও ঘরবাড়ি লুন্ ঠতিও হয়। অন্ যদশেরে তুলনায় বাংলাদেশে সটেবিরং প্ রতদিনি বশৌ বশৌ হয়। দেশেটঘে অপরাধীদের কতবড্ অভয তার প্ রমাণ, অপরাধ কর্ য়ে বাংলাদেশে বশি বরে ২০০টির বশৌ রাষ্ ট্ রকে হারযিে ৫ বার বশি বে প্ রথম হয়ছে। মু জবি আমলে হাজার হাজার কে।টি টাকার রলিফিরে মালমাল লুন্ ঠতি হয়ছে। লুণ্ ঠনে লুন্ ঠনে দুর্ ভকি্ য স্ য্ টি করা হয়। হয়ছে। বশি বরে দরবারে তলাহীন ভকি্ যার ঝুলরি খতোবও পযেছে। যে জমতিে গাছরে চযে। আগাছারই ভডি বশৌ সতে জমতিে আগাছা তুলতে বগে পতে হয় না। প্ রশ্ ন হল, যখনে এত অপরাধী, তাদের মধ্ য থেকে ক'জনরে বচিার হয়ছে? আওযামী লীগ ত্ তীঘবার ক্ যমতায আসার পর দুর্ ব্ ত্ তদেরে অপরাধ-কর্ য় প্ রতবিররে ন্ যায এবারও প্ রচন্ ড তীব্ রতা পযেছে। তাদের দলীঘ অপরাধীদের হাতে বদেখল হয়। যে ঘাচ্ ছে সরকারি খাস জমি, নদীর পাড়, রলেরে জমি, বনভূ মি, সম্ দ্ র স্ কৈত, এমনকি বশি ববদি ঘালযেরে আবাসকি হল। ডাকাতরি শকিার হচ্ ছে দেশেরে হাটবাজার। লু টপাঠ হয়। যে ঘাচ্ ছে রাপ্তার পাশরে সরকারি গাছ। অপরাধীদের বচিারে সরকারেরে সামান্ যতম ইচ্ ছা থাকলে এসব অপরাধকর্ য়েরে নাযকদেরে গ্রফেতার করা হত। তাদের আদালতে তে।লা হত। কন্ তু মু জবি যমেন বচিার করনে, তার কন্ যা হাসনিও করছে না। তাদের আগ্ রহ অন্ যত্ র। তারা বরং এসব অপরাধীদেরে নজি দলে স্ থান করে দচি ছে। মু জবি আমলে শত শত এমন অপরাধীর মাঝে এক জঘন্ য অপরাধী দুর্ ব্ ত্ ততিে আন্ তর্ জাতকি পরচিতি পযেছেছিল। তার নাম গাজী গে।লায় মে।স্ তাফা। সতে ছিল ঢাকা শহর আওযামী লীগেরে সভাপতি এবং বাংলাদেশে রডে ক্ রস সতে। সাইটরি প্ রধান। রলিফিরে মাল লু টলাঠরে মাধ্ যমযে সতে কে।টিকি কে।টি টাকার মালকি হয়ছেছিল। দশৌ-বদিশৌ পত্ রকিা তার কীর তকলাপরে বহু ববিরণও ছাপা হয়ছেছিল। কন্ তু সতে জন্ য তাকে একদিনেরে জন্ যও আদালতে যতে হয়না, কনে জলে-জরমিনাও হয়না। বরং সতে সব সমযই শখে মু জবিরে সমর্ থণ পযেছে। ফলে কনে পুলশি বা দুর্ নীতি দমন বভিগরে কনে কর্ যচারি তার কশেও স্ প্ রশ করতে পারনি। আর এখন এমন গাজী গে।লায় মে।স্ তাফার সংখ্ যা আওযামী লীগে অসংখ্ য।

আওযামী লীগ অপরাধীদেরে দ্ বারা যে কতটা অধকিত্ ত, তাদের শাসনামলে অপরাধেরে জে।যার যে কতটা তীব্ রতা পায এবং দলটির নেতে বন্ দ অপরাধীদের বচিার ও শাস্ ত্ ররি ব্ যাপারে যে কতটা উদাসীন তার কছি উদাহরণ দেওয়া যাক। প্ রথমযে শখে হাসনিার আমল থেকে। পরে তার পতির আমল থেকে। ১০ই আগস্ ট, ২০১০ তারযিে “দনৈকি আমার দেশ” নযি যেরে খবরটি ছেপেছে, “কু য়াকাতার শত শত একর সরকারি খাস জমি দখল প্ রক্ রযি। শেষে হওয়ার পর এবার প্ রভাবশালী দখলদারদেরে মূল টার্ গটে কু য়াকাতা স্ কৈতেরে মূল বলোভূ মি। এরই মধ্ যে সম্ দ্ রেরে বালু কাবলোর মূল স্ কৈতে পলিার পুংতে পজশিন দখলে নযিছে

দখলদাররা। সমুদ্র তীরঘেঁষে ওঘাটার লভেলে এরষিাজুড়ে তে লা হয্ছে অবধৈ স্ থাপনা। সঁকৈত-লাগে। স্ সরকারখাস জমরি ওপর ১৯৯৮ সালে ৫০ জলে পেরবিাররে পুনর্ বাসনরে জন্ য ঘে আদর্ শ গ্ রাম করা হয্ছেলি, সইে জাঘাটাটি কাটাটাররে বডে। দঘিে ঘরিে রখেে দখল করা হয্ছে। অথচ কে টিকিে টিকিাকার জঘাউদ্ ধার কহিবা অবধৈ দখলদার উচ্ ছদেরে জন্ য ভূ ঘি প্ রশাসন কহিবা বচি ম্ ঘানজেমনে ট কমটিকিে নো পদক্ ষপে নচি ছে না। কু য়াকাটা ঘুরে দেখা গছে, বপি তীর্ গ্ এলাকাজুড়ে বভিনি ন হাউজি কেম্ পানসিহ এলাকার প্ রভাবশালীরা ঘনে খাস জঘা দখলরে প্ রতঘিে। গতিঘ্ নমেছে। গডে উঠছে একরে পর এক অবধৈ স্ থাপনা। এখন দদোর দখল করা হচ্ ছে সঁকৈতরে বলোভূ ঘি। পর্ ঘটকরা ঘে বচিে হাটাচলা করতনে, সসেব স্ থানও দখল করে কাটাটাররে বডে। দঘে। হচ্ ছে।”

দেশেরে রাজনীতি অপরাধী চক্রেরে দ্বারা অধিকৃত হল তখন শূন্য প্ রশাসনই দুর্বৃত্ত কবলতি হয্ না, তাদের দখলে ঘাঘ্ সমগ্ র দেশে। বাংলাদেশেরে গ্ রামাঞ্চ চল ঘে কতদ্ রুত অপরাধীদের দখল ঘাচ্ ছে তারও কছি। সাম্ প্ রতকি উদাহরণ দেওয। ঘাক। “দৈনিকি আমার দেশে” ১০ই আগস্ট, ২০১০ তারখিে খবর ছপেছে, “কুষ্টিঘার দৌলতপুর উপজলোঘ্ এ মাসে ৫টিখুন, ৩টি অপহরণসহ একাধিকি ডাকাতরি ঘটনা ঘটছে। এছাড়া সন্ ত্ রাসী কর্ মকাণ্ড এখনও অপ্ রতরিে। ঘভাবে চলছেই। এসব অপরাধ কর্ মকাণ্ড ঘটলেও থানা পু লশিরে তমেন কনো। ভূ ঘিকি নই। দৌলতপুর থানার ওসরি ভূ ঘিকি নঘিেও জনমনে প্ রশ্ ন উঠছে। আইন-শু্ থলার অবনতির কারণে এ উপজলোর মান্ ঘরে মধ্ ঘে আতঙ্ ক বরিজ করছে। .. গত ওরা জু লাই হে। গলবাডঘি। ইউনঘিনরে দাডরেপাড়া গ্ রামরে একটপিট ক্ ষতে থকে এ ঘাননিঘরে এক শশি কন্ ঘার লাশ উদ্ ধার করে পু লশি। সন্ ত্ রাসীরা শশি টকিে অপহরণরে ৫ দিন পর মাটিখু ংডে তার লাশ উদ্ ধার করা হয্। ৬ জু লাই মাদক ব্ ঘবসার অর্ থ লনেদনেক কনেন্ র করে প্ রাগপুর পশ্ চঘিপাড়া গ্ রামে দু 'দল মাদক ব্ ঘবসারীর মধ্ ঘে সংঘর্ ঘরে ঘটনা ঘট। এতে উভ্ ঘ পক্ ষরে অন্ তত ১০ জন আহত হয্। এ সময় বাডঘির ভাংচুর ও লু টপাটরে ঘটনা ঘট। একই দিন ফলিপি নগর ইউনঘিনরে লালদহ্ মাঠে বুলবুল ইসলাম নামরে এক ব্ ঘবসারী সন্ ত্ রাসী হামলাঘ্ গ্ রু তর আহত হন। ৭ জু লাই সকালে হে। গলবাডঘি। ইউনঘিনরে তারাগু নঘি। মণ্ ডলপাড়া গ্ রাম থকে গ্ হবধ্ রু গ্ লি খাতু নরে লাশ উদ্ ধার করা হয্। ৮ জু লাই উপজলোর চরাঞ্চ লে সশস্ ত্ র সন্ ত্ রাসীরা গ্ রামবাসীর ওপর হামলা চালাঘ্ এবং গু লবির্ ষণ করে। এতে ১০ জন আহত হয্। ১৬ জু লাই রাতে গু লবির্ ষণ ও বেমা ফাটঘিে আদাবাডঘি। গ্ রামরে আলম হে। সনেরে ছলে ব্ ঘবসারী স্ মনক ৫ লাখ টাকা মু ক্ তপিণরে দাবতিে অপহরণ করে সন্ ত্ রাসীরা। এ ঘটনার একদিন পর ২ লাখ টাকা মু ক্ তপিণ দঘিে ওই ব্ ঘবসারী ছাড়া পলেও পু লশি কনো। পদক্ ষপেই নঘে। বিলে অপহ্ তরে পরবিাররে অভঘিে। একই দিন সকালে উপজলোর হে। সনোবাদ আকজি বডি ফি ঘাক্ টরিতিে দু 'দল শ্ রমকিরে মধ্ ঘে সংঘর্ ষ ও গে লাগু লিহলেও পু লশি এ ব্ ঘাপারে মাঘলা বা কনো। ব্ ঘবস্ থা নঘে। ১৮ জু লাই উপজলোর সদর ইউনঘিনরে লাউবাডঘি। ও চু ঘামল লকিপাড়া গ্ রামরে ও বাডঘি থেকে হালরে বলদসহ ৬টি গরু লু টরে ঘটনা ঘট। ২৩ জু লাই মরচি ইউনঘিনরে দু র্ গম নতু নচরে এক ব্ ঘবসারীর বাডঘিে দু র্ ধর্ ষ ডাকাতরি ঘটনা ঘটছে। এ সময় ডাকাতরা ২ রাউন্ ড গু লবির্ ষণ করে। ২৪ জু লাই রাতে মরচি ইউনঘিনরে নতু নচর গ্ রামে আসাদুল ইসলাম, শহদিুল, টকি কা, বানজে মণ্ ডল, জহুরুল, ইব্ রাহঘি মণ্ ডল ও আবদুল হান্ নানের বাডঘিে গণডাকাতরি ঘটনা ঘট। ডাকাত দল এ সময় নগদ টাকা, স্ বর্ ণালঙ্ কারসহ ৫ লাখ টাকার মালামাল লু ট করে নঘিে ঘাঘ্। ২৯ জু লাই রাতে কশিে রীনগর পূ র্ বপাড়া গ্ রাম থকে মে। শারফ হে। সনেরে ছলে মত্ স্ য থামারি ঘাজদে লক ৩ লাখ টাকা মু ক্ তপিণরে দাবতিে অপহরণ করে সন্ ত্ রাসীরা। ৩০ জু লাই সকালে থলসিকু গ্ ডি ইউনঘিনরে পপি লবাডঘি। এলাকার একটি মাঠরে ভতের এখতিঘার হে। সনে খান নামরে এক ক্ ষকরে লাশ উদ্ ধার করা হয্। ৩১ জু লাই ইউএনও'র নরি দেশে অমান্ য করে পু লশিরে সামনইে দৌলতপুর উপজলোর প্ রভাবশালী ভূ ঘদিপ্ ষ্ মইে। হাম্ মদ আলী উপজলো পরঘিদরে উত্ তর পাশে মানকিদঘি। ড, সরকারি প্ রাইমারি স্ কুলরে জঘা দখল করে প্ রাচীর নরি ঘাণ করে। সরকারি স্ কুলরে জঘতিে অবধৈভাবে প্ রাচীর নরি ঘাণ করার এ ঘটনাঘ্ ভূ ক্ তভে গী এলাকাবাসী ভূ ঘদিপ্ ষ্ মইে। হাম্ মদ আলীর বরিদ্ ধে ফ্ ংসে ওঠনে। ১ আগস্ট রফিঘ্ তেপূ র ইউনঘিনরে বাউদঘি। নতু নপাড়া গ্ রামে সাহারা খাতু ন নামরে স্ বাঘী পরতি ঘক্ ত এক মহলিককে কু পঘিে হত্ যা করে সন্ ত্ রাসীরা। সন্ ত্ রাসীদের বাধা দতিে গঘিে তাদের ধারালে। অস্ ত্ রেরে আঘাতে পপনিঘরে এক কলজেছাত্ রী গু রু তর আহত হয্। ৪ আগস্ট চকবলিগাঘু ঘা গ্ রামরে পটল ক্ ষতে থকে চাঘনা খাতু ন নামরে এক গ্ হবধ্ রু লাশ উদ্ ধার করে পু লশি। এ হল শখে হাসনিার আমলে অপরাধ দমন ও অপরাধীদের শাস্ তরি নজরি।

এবারেরে উদাহরণটি শখে হাসনিার পতির আমল থকে। ১৯৭৩ সালে দৈনিকি ইত্ তফোকরে কছি। খবররে শরিে নাম ছলিঃ “বানিইদহে এক সপ্ তাহে আটটি গু প্ তহত্ যা”(০১/০৭/৭৩); “ঢাকা-আরাচি সডকঃ সূ র্ য ডু বলিইে ডাকাতরে ভঘ্”(০২/০৭/৭৩) “বরশিলে থানা অস্ ত্ রশালা লু টঃ ৪ ব্ ঘক্ তনিহিত্”(৪/০৭/৭৩); “পু লশি ফাং ডি আক্ রান্ তঃ সমু দঘ্ অস্ ত্ রশস্ ত্ র লু ট”(১২/০৭/৭৩); “লোইজং থানা ও ব্ ঘাঙ্ ক লু ট”(২৮/০৭/৭৩); “দু র্ বৃত্ তরে ফ্ রি স্ টাইল”(০১/০৮/৭৩); “পু লশি ফাং ডি ও বাজার লু টঃ লঞ্ চ ও ট্ রনে ডাকাত”(৩/০৮/৭৩); “এবার পাইকারীহারে ছনিতাইঃ সন্ ধা হইলেই শ্ মশান”(১১/০৮/৭৩); “চট্ টগ্ রামে ব্ ঘাং ক

ডাকাত,লালদীঘতিগে গ্ৰনেডে চার্জে ১৮ জন আহত, পাথরঘাটাঘ. রঞ্জে ডার অফসিরে অস্ ত্ র লুট” (১৫/০৮/৭৩); “খুন ডাকাতী রাহাজানঃ নৈ ষাখালীর নতি ষকার ঘটনা,জনমনে ভীতী” (১৬/০৮/৭৩); “২০ মাসে জামালপুরে ১৬১৮টি ডাকাতী ও হত্ যাকান্ ড” (১৭/১১/৭৩); “আরও একটীপুলিশিক্ যাম্প লুটঃ স্ বদেদসহ ৩ জন পুলশি অপহৃত্” (১৩/০৭/৭৩); “ঘশোরে বাজার লুটঃ দুর্ বৃত্ তরে গুলীতে ২০ জন আহত” (১৮/০৪/৭৪); “রাজশাহীতে ব্ যাক লুট” (২১/৪/৭৪)। এ হল মাত্ র একটীপত্ রিকিার খবররে শরিয়ে নাম। মুজবি আমলরে পত্ রিকিাগুলো পডলে চেখে পডবে এরূ প হাজার হাজার ঘটনা ও বহু হাজার বধিয়েগান্ ত খবর। পাকপি তানরে ২৩ বছররে ইতহিসাপে দুর্ বৃত্ তরি যত না ঘটনা ঘটছে মুজবিরে ৪ বছরে তার চষেবে বহু গুণ বেশী ঘটছে। বাংলার হাজার বছররে ইতহিসাপে “ভক্ ষার বুলী”-এ খতোব জুটনি, কন্ তু মুজবি সটেই অ্ জন করছেন। অথচ কচ্ কাল আগেও গ্ রামবাংলার অখকিংশ মানু ষরে গ্ হে কাঠরে দরজা-জানালা ছিল না। ষররে দরজাঘ চট বা চাটাই টানঘিয়ে অখকিংশ মানু ষ পরবিার পরজিন নঘিয়ে নরিাপদে রাত কাটাতে। কন্ তু মুজবি শুধু খাদ্ ষই নয,সে নরিাপত্ তাটু কু ও কডে ননে। নরিাপত্ তান খে াঙে তাদরেকে ষর ছডে বন-জঙ্ গলে আশ্ রয খু াঙতে হয। থানা পুলশি কনিরিাপত্ তা দবি? তারা নজিরেই সদেনি ভু গেছিলি চরম নরিাপত্ তাহীনতাঘ। দুর্ বৃত্ তদরে হাতে তখন বহু থানা লুট হয,ছেলি। বহু পুলশি অপহৃত্ এবং নহিতও হয,ছেলি। মুজবিরে নজিরে দলীঘ্ কর্ যীদরে সাথে তার নজিরে পু ত্ রও নযেছিলি দুর্ বৃত্ ততি। সে সময্ দনৈকি পত্ রিকিাঘ্ খবর ছাপা হয,ছেলিঃ “স্ পশোল পুলশিরে সাথে গুলী বনিঘিযঃ প্ রধানমন্ ত্ রীর তনয,সহ ৫ জন আহত”। মু ল খবরটরি ছাপা হয,ছেলি এভাবেঃ “গত শনবিার রাত সাডে এগারে টাঘ্ ঢাকার কমলাপুর স্ পশোল পুলশিরে সাথে এক সশস্ ত্ র সংঘর্ ষে প্ রধানমন্ ত্ রী তনয, শখে কামাল,তার ৫ জন সাঙ্ গপাঙ্ গ ও একজন পুলশি সার্ জনে ট গুলীবদি্ ধ হয,ছে। শখে কামাল ও তার সঙ্ গীদরেকে ঢাকা মডেকি ষাল কলজেরে নয,দশ ও ততে রশিনম্ বর কবেনিে ভর্ তকিরা হয,ছে। আহত পুলশি সার্ জনে ট জনাব শামীঘ কবিরিঘ।কে ভর্ তকিরা হয,রাজারবাগ পুলশি হাসপাতালে।”-(গণকন্ ঠ ১১/১২/৭৩)।

দনি বদল হলও আওঘাঘী লীগ ঘে বদলাঘ্ না এ হল তার উদাহরণ। এখন এক দুর্ বৃত্ তকবলতি দলটিঘু দু্ ধাপরাধরে বচিার করবে সটেকি আশা করা ঘাঘ? তা এক তলীক স্ বপ্ ন। ঘাদরে কাছে অপরাধই অপরাধ নয, তারা অপরাধীদরে খু াঙে বরে করবে কি কর? তাদরে একঘাত্ র এজনে ডা নজিদেদে রাজনৈতৈকি প্ রতপিক্ ষক নরি্ গুল করা। এবং সে নরি্ গুল প্ রক্ রঘ।কে জাঘজে করতে তারা প্ রতপিক্ ষক অপরাধী রূ পে চতি রতি করতে চাঘ এবং গ্ রফেতার করে আদালতে তুলতে চাঘ। তাই প্ রকৃত্ অপরাধীদরে দাপটে দশেবাপীর জীবনে অশান্ তি বাডলে কহিব, পুলশি ব্ ষস্ ত মথি যা মাঘলা তরৈ কিরার কাজে। পুলশিরে এখন এটাই সবচষেবে বড্ কাজ। ফলে মথি যা মাঘলা হচ্ ছে শত শত নয, হাজারে হাজার। যু দু্ ধাপরাধীদরে প্ রকৃত্ বচিার তাদরে কাছে কন প্ রসঙ্ গই নয। সটেইহলে একাত্ তরে ঘারা যু দু্ ধ করল সেই পাক-বাহনীদরে অফসিরদরে তারা আদালতে তুলতে। অথচ তাদরে কথা তারা এখন মু খেও আনে না। কারণ, পাকপি তনী সনো অফসিরগণ আওঘাঘী লীগরে রাজনৈতৈকি প্ রতপিক্ ষ নয। তারা তে। চাঘ, রাজনীতরি মঘ,দান থেকে শত্ রুর নরি্ গুল। ফলে অপরাধ-কর্ ম নরি্ গুল বা অপরাধীদরে শাস্ তি দেওঘ। তাদরে প্ রাঘে রটি নিঘ। কারণ, অপরাধীরা জনগণরে বা রাষ্ ট্ ররে শত্ রু হলও আওঘাঘী লীগরে শত্ রু নয। তাই প্ রশাপন হাজার হাজার জামাত-শবিরি কর্ যীকে গ্ রফেতার করছে এবং তাদরে উপর শারীরীক ভাবে নরি্ যাতনও করছে, কন্ তু অপরাধরে জে ষার থেকে অপরাধীদরে ধরে শাস্ তি দিঘিছে সে নজরি অতি সামান যই। বরং তাদরেকে বপিল ভাবে আশ্ রয দটি ছে নজি দলে। কারণ, অপরাধী হলও এসব সন্ ত্ রাপী দুর্ বৃত্ তদরে দলীঘ্ ক্ ঘাড়ার হওঘার সামর্ থ প্ রচ্ র। রাজপথে তারা বরিে ষীদরে তন্ তঃ লাশ বানাতে পারে। প্ রধানমন্ ত্ রীরূ পে শখে হাসনিার মুল কাজ হল, নজিদলীঘ্ এসব খু ণশিন ত্ রাপীদরে গাঘে সামান্ য আঁচডটিও লাগতে না দেওঘ। এবং পুলশিরে কাজ হল, নীরবে দাঙঘিয়ে সরকারদলীঘ্ দরে অপরাধকর্ মগুলে।কে দখো এবং প্ রঘে জনে জনগণরে হাত থেকে প্ রটেকেশন দঘে।

আওঘাঘী লীগরে কাছে এখন মুল রাজনৈতৈকি প্ রতপিক্ ষ হল বপ্রিনপিও জামাঘাতে ইসলামী। তারা এ দুটে। দলকেই নরি্ গুল বা দুর্ বল করতে চাঘ। শখে মুজবি নজিরে রাজনৈতৈকি প্ রতপিক্ ষরে অস্ ততি্ ব মনে নতিে রাজী ছিলিনে না। তনি ছিলিনে এক দশে এক নতোর নীততিেই বশি্ বাপী। সে বশি্ বাস তনি সঘন তে ছডঘিছেলিনে তাংর দলীঘ্ নতো-কর্ যীদরে ঘাবে। তাই একদলীঘ্ বাকশাল করে গণতন্ ত্ রকেই আস্ তাকু াঙে ফলেছিলিনে। শখে হাসনিাও মুজবিরে পথ ধরে চলছেন। তবে একটু ভন্ ন ভাবে। একদলীঘ্ শাপন প্ রতঘি ঠার সাহস তাংর নাই। সে সামর্ থও নাই। কারণ এখন ১১৭৪ সাল নয। বশি্ বপরপি থতিও এখন ভন্ ন। তাছাড়া মুজবি আমলরে ন্ ষাঘ ততটা সবল নয তাংর নজিরে দল। দলীঘ্ দুর্ বলতার কারণে তাংকে বাধ্ য হতে হয,ছে তন্ য ১৩টি দলের সাথে মলিে নরি্ বাচন করতে। তবে ষড্ যন ত্ র, নরি্ যাতন ও মথি যা মাঘলা তরৈর সামর্ থ তার আছে। তাই শখে হাসনিা একদলীঘ্ বাকশালরে বদলে আইন-আদালত ও প্ রশাপনকে ব্ যবহার করছেন বরিে ষী দলের কে ঘের ভাঙ্ গার কাজে। একদকিে বপ্রিনপরি বরি দু্ ধে মাঘলা আনছেন দুর্ নীতরি নামে, অপরাধকিে ইসলামপন্থদিরে বরি দু্ ধে মাঘলা আনছেন যু দু্ ধাপরাধরে নামে। অথচ একাত্ তরে শুধু জামাঘাতে ইসলামীই পাকপি তানরে পক্ ষে নযে না। বরং বেশীর ভাগ লে।কে হলি জামাঘাতে ইসলামীর বাইররে। তারা ছিলিনে মু সলঘি লীগ, পডিপি, নজিামে ইসলামী, জঘি।তে উলাঘাঘে ইসলাম, ক্ ষক-শ্ রঘকি

পার টি, পূর্ব পাকিস্তানের কয় ঘড়িন্টি পার্টি (আব্দুল হকের) সহ বহু রাজনৈতিক দলের অনেকেই ছিলেন অরাজনৈতিক সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় পরষিদগুণীর নতো। দেশের ক'জন আলমে বা মাদ্রাসার ক'জন ছাত্র সে সময় বাংলাদেশের পক্ষ নিয়েছিল? পাকিস্তান ভেঙে গে বাংলাদেশে নরি মানরে পুরকলপটি ছিলি মূলতঃ দেশের বায়পন্থিও ভারতপন্থিসকুলারিষ্টিদরে পুরকলপ। তারা একাত্তরে ভেটি নয়ে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র নরি মানরে পুরতশিরুততিে নরি বাচনে জেতার পর তারা এজনে ডাই পালটে ফলে যারা ইসলামী চেতনা সর্ঘুদু ছিলি তারা সদেশি একটিয়ু সলমি দেশকে ভাঙ গা হারাম মনে করত যমেনটি আজও তারা ইরাক বা সূদানের খন ডতি করার বরিে থি। তাদের সে সদি খান তরে মধু ঘে বাঙলীর সবার থহনী করার ভাবনা ছিলি না। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ অবধি কালকে তারা বাঙলীর পরাধীনতাও ভাবেননি। এমনকি মুজবিও ভাবেননি। বরং শখে মুজবি নজিও ১৯৭০ সালের নরি বাচনে পাকিস্তানের অখন ডতার পক্ষে কথা রখেছিলি দলীয় মনেকিসে টে। তে। নরি বাচনী জনসভাগুলে তে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বংগি দিছিলি। বাংলাদেশের সবাধীনতার পক্ষে কে ন জনসভাতেও কে ন ঘে ষনা তনি দিনেনি। প্রচাশরে দশকে তনি মিন্ত্রীও হুছিলি। মুজবি নজি পাকিস্তানের অখন ডতার পক্ষে ইয়াহিয়া খানের লগিল ফরয়ে ওয়ারক সর্বাঙ্ক করে নরি বাচন করছিলি। একাত্তরে ২২শে মার্চও পশ্চিম পাকিস্তানের নতোদের সাথে আলোচনা বসছিলি অখন ড পাকিস্তানে সরকার গঠনের উপায় বরে করার লক্ষ্যে। তাই পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ারকে কতিপরাধ বলা যায়? সটেইলে সে তভিগে গে মুজবিরেও বচির হওয়া উচতি।

এখন সূধাপরাধের নামে একাত্তরে পাকিস্তানপন্থিদের নরি মূল শখে হাসনির এতটা উদ্যোগি হওয়ার মূল কারণ ভনি। সটেইয়ু পূর্ণ রাজনৈতিক সটেইয়ু রাজনৈতিক পুরতপিক্ষ নরি মূল লক্ষ্যে পাকিস্তানপন্থি তিন ঘান ঘ দলগুলি বিলিপ্ত হুয়ে যাওয়ায় তারা আর এখন আওয়ামী লীগের পুরতপিক্ষ নয়। কনি তু জামায়াতে ইসলামীর অপরাধ, দলটি এখনও বেচে আছে। এবং রাজনৈতিক শক্তিও রাখি। ফলে সে আমলের পাকিস্তানপন্থি তিনকের সাথে আওয়ামী লীগ নতোদের পারবিবিক আত্মীয়তা জমলেও তারা নরি ঘটনে নেমেছে জামায়াতে ইসলামীর নতোকর্মীদের বরিদুখে। তবে জামায়াতে ইসলামীর আরকে অপরাধ তারা একাত্তরে শুধু অখন ড পাকিস্তানের পক্ষেই ছিলি না, তারা ইসলামপন্থিও এবং ইসলামপন্থি হওয়াটাই এখন তাদের মূল অপরাধ। কারণ আওয়ামী লীগ ও তার ভারতপন্থিসকুলার মতিবরা আর যাই হোক ইসলামী দলের অস ততি ব মনে নতি রাজী নয়। শখে মুজবিও নজিও রাজী ছিলি না। ক্ষমতা হাতে পেয়েই সকল ইসলামীকে তনি পুরথম নখিদি ধ করছিলি। তাই আওয়ামী লীগের দু মনদরে তলকিায, শুধু জামায়াতে ইসলামীই নয়, যারাই ইসলামের চেতনাধারিও ইসলামের বজিহী আগু রহী তারা সবাই। তাই জলে-জুলু ম ও নরি ঘটন নেমে আসছে হজিবুত তাহরীর, আহলে হাদীস আন্দোলন ও তন ঘান ঘ ইসলামী দলের কর্মীদের উপরও। এমনকি দাউটি পি খারী সাধারণ মুসল্লীরাও অতীতে তাদের লগি-বঠা থেকে রহাই পাষনি।

তবে ইসলামপন্থিদের নরি মূল এখন আর শুধু আওয়ামী লীগ ও তার মতিবদের স্ট্রাটজী নয়। এমন এক আগু রাপি স্ট্রাটজী নখিে মার্কনি যুক্ তরাষ্ট্র ও তার মতিবরা সূধু নেমেছে আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিপিন, ইয়মেনে, আলজিরিয়া, সে মালিয়া সহ বহু মুসলিম দেশে। তাদের কাছে রাষ্ট্রের বুক ইসলামের পুরতষ্টির আওয়াজ উঠানেই অপরাধ। ইসলামের অবস্থান তারা মসজিদের জাঘনাযাজে মনে নতি রাজী, কনি তু আদালত, পুরশাসন, শক্তি ও অর্থনীতিতে নয়। তালবানদের মূল অপরাধ, ইসলামকে তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পুরতষ্টির আগু রহী। সটেইয়ু খতেই ৪০টি দেশের সৈন্য আফগানিস্তানে হাজরি হুছে। এবং তাদের হাতে নখিত হুছে হাজার হাজার নরিপরাধ মানুষ। তারা এখনও লাগাতর হত্যা-কর্ম চালখিে যাচ্ছে সদেশের নরিহ গু রামবাপীর উপর। বেয়া ফলেছে বখিরে মহফলি। বেয়া ফলেছে পাকিস্তানের ইসলামপন্থিদের মাথা। মার্কনিরা বহু লক্ষ মানুষ হত্যা করছে ইরাকে। বাংলাদেশেও আজ একই রূপ স্ট্রাটজী নখিে আগু রসর হচ্ছে আওয়ামী লীগ। ইসলামবরিে থি এমন বখি বজা ড। আগু রাসনে মার্কনিদের মতিব শুধু ভারত ও ইসরাইলই নয়, আওয়ামী লীগও। ফলে তাদের হাতে আইনের শাসন পদদলতি হলও মার্কনি পুরশাসন ও তার মতিবদের মুখে তা নখিে সামান্য তম পুরতবিাদ নাই। এতে বরং পুরচন ড খুশি পুরতবিশী ভারত। ভারত তে। কাষ মরিে মুসলমানদের উপর ভারত ঘটে করছে তমেন একটি সূধু লাগাতর শুরু হোক বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের বরিদুখে। কারণ বাংলাদেশে ইসলামের চেতনার উত্থানের ভয়ে ভারতীয় ততটাই বচিলতি ঘটটা বচিলতি কাষ মীরে ও আফগানিস্তানে জহিাদের পুরচন ডতা। বাংলাদেশেও ঘে কে ন সময় ইসলামের জে ষার শুরু হতে পারে সে ভয়ে হারাম হুয়ে গেছে তাদের সূম। সটেইয়ু বা যায ভারতীয় পত্ৰ-পত্ৰিকা পড়লে। আওয়ামী লীগকে তারা ব্যবহার করছে সে জে ষার রুখার যায। তাই বাংলাদেশের পুরলিশিরে কাজ হুছে ঘরে ঘরে হানা দখিে শুধু ইসলামপন্থি ছাত্তরদের গুরফেতার করা নয়, বরং জহিাদ বখিঙ্ক বই বাজায়ে প্ত করাও। অথচ নামায-রে ষার ন যায জহিাদ ইসলামের গুরুত বপুর্ণ বখিান। জীবনে নামায-রে ষা না থাকলে যমেন কাউকে মুসলমান বলা যায় না, তমেন মুসলমান যায না জহিাদ না থাকলেও। জহিাদহীন মুসলমানকে নবীজী (সাঃ) মুনাফকি বলছিলি। নবীজীর আমলে জহিাদ করনেনি এমন কে ন সাহাবা পাওয়া যাবে ক? তাই সূধু ধাপরাধীদের বচিরের নামে বাংলাদেশে আজ যা কছি ঘটছে সটেই

কোন বচি ছিন্ ন ঘটনা নয়, বরং মুসলমানদের বরিদ্ধে পরচিালতি গ্লে।বাল যুদ্ ধরে এটি এক অবচি ছিন্ ন ঘটনা।

তাই যুদ্ ধাপরাধীদের বচির একটি বাহানা যাত্ র। বচির হব কহিব না সটে গিরু ত বপূ র্ ণ নয়, যটে তিনবার য সটে হিল বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের উপর লাগাতর নরি ঘটন। দিন দিন সটে বিরং তীব্ রতর ও বর্ বরতর হব। স্ বে যাপারে শখে হাসনি বা আওঘাঘী লীগরে নজিরেও কছি করার নাই। স্ বে বরং ইসলাম-দু ষমন সাম্ রাজ্ ঘবাদী শক্ তরি হাতরে সামান্ য ক্ রীড়নক যাত্ র। বল এখন যার কনি-নতে ত্ বাধীন সাম্ রাজ্ ঘবাদী জে টেরে হাতে। আর বাংলাদেশে স্ বে জে টেরে পক্ ষ থকে ইসলামপন্থীদের দমনরে ভার পয়েছে ভারত। একাত্ তরেও তমেনই একটি অবস্ থা স্ ষ্ টি হিছেলি। আজকের যত তখনও রাজনৈতিক থেলোর নযিতন ত্ রণ চলে গযিছেলি দলি লরি দরবারে। স্ বে সময শখে মু জবিরেও কছি করার ছলি না। জনোরলে ইয়াহযি। খান যুদ্ ধ পরহিররে জন্ য ত। কালীন পূ র্ ব পাকসি তানে পাকসি তান ভাঙ্ গার প্ রশ্ নরে রফোরনে ডায়রে প্ রস্ তাব দযিছেলিনে। কনি তু ভারতীয় প্ রধানময়ন ত্ রী ইন্ দরা গান্ খসিটো নাকচ করে দযিছেলিনে। স্ বে আমলেও ভারতীয় স্ ট্ রাটজৌর বাস্ তবায়ন ছাড়া আওঘাঘী লীগরে যমেন কোন এজনে ডা ছলি না, আজও নাই। স্ বে আমলে বেরে বাড়ী ভারতে হাতে তুলে দেওয়া হযছে। আজ দেওয়া হচ্ ছে তালপট্ টা দি দেওয়া হচ্ ছে বন্ দর। স্ বে সময ফারাক্ কা বাঞ্ ধরে উজানে গঙ্ গার পানি উত্ তে লনরে অধিকার দেওয়া হযছে। আজ দেওয়া হযছে টপিইমু খ বাঞ্ ধরে অধিকার। দেওয়া হচ্ ছে ট্ রানজটি। স্ বে আমলে ইসলামী দলগ্ লে একে নযিদি খ করা হযছেলি। এবারও নযিদি খ করার পরকিল্ পনা হচ্ ছে। মু জবি রক্ ষবিহানী গড্ছেলিনে। আর শখে হাসনি পু লশি, র। যাব এবং আর্ মকিই রক্ ষবিহানী বানযিে ছেড়েছে।

ভারতের এবারের আবদার, কাশ্মীরের মুসলমানদের বরিদ্ধে ভারত যে যুদ্ ধটি লিড্ছে তমেন একটি প্ রকান্ ড যুদ্ ধ শূ র্ হকে বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের বরিদ্ধে। তাই যুদ্ ধাপরাধীদের বচির নামে দেশে জু ড়ে য়ে রাজনৈতিক উত্ তজেনা ও বীষ ছটিনে। হযছে সটে থামাবার পথ শখে হাসনি ও তাং র সরকারের হাতে নাই। স্ বে ইচ্ ছাও নাই। ইচ্ ছা করই পথ বন্ ধ করা হযছে শান্ তপির্ ণ ভাবে দেশে ইসলামের বজিয আনার। ফলে প্ রশাসনকি দু র্ ব্ ত তদের আয্ জে জি নরি বাচনে জতি যারা এমপি বা মন্ ত্ র হিওয়ার যধ্ য দযিে দেশে ইসলামের বজিযরে স্ বপ্ ন দখেতনে তাদের এখন স্ বপ্ নভঙ্ গ হওয়ার দনি। ইসলামের বপিক্ ষ য়ে শযতানশিক্ তনবীজী (সাঃ)র ন্ যয মানব-ইতহাসরে সর্ বশ্ রষে ঠ ব্ যক্ তকি ইসলামের প্ রচার ও প্ রতষ্ ঠার কাজ শান্ তপির্ ণ ভাবে হতে দযেনসি পক্ ষটি আজও হতে দবি -সটে কি আশা করা যায়? প্ রতবিশৌ ভারত সটে মনে নবি সটে হি বা কীরূ পো বশি বাস করা যায়? ইসলামের বজিয আর্ জন করতে হয অর্ থ, রক্ ত, শ্ রম, ছবর ও মখোর বণিযিযে। আল্ লাহপাকরে পক্ ষ থকে কে রবানী পশে ছাড়া ভিন্ ন কোন পথ রাখাই হযনি। ঈমানদারীর পরকি ষা তো হয এ পথেই। নবীজী (সাঃ) ও সাহাবাযে করিম (রাঃ)কেও স্ বে অভনি ন পথেই অগ্ রসর হতে হযছে। প্ রতযি গ্লে ঈমানদারীর পরীক্ ষা তো এ পথেই হয, নছিক ভে টেদানে নয়। ঈমানদারদের জন্ য স্ বে পরীক্ ষাটহি বাংলাদেশে চরম ভাবে শূ র্ হযে গেছে। এখন প্ রশ্ ন হল, বাংলাদেশে ইসলামপন্থরি এ পরীক্ ষায কীভাবে অংশ নযে। আত্ মসমর্ পণ এখানকে কোন পলসিনিয, ভীরূ তা বা নীরবতা হতে পারেনা কোন স্ ট্ রাটজৌ। আত্ মসমর্ পণ, ভীরূ তা ও নীরবতায সটে তিনবার য করে সটে আল্ লাহর আযাব -সটে যমেন এ দু নযিয, তমেন আখরোতে। ফলে বাংলাদেশে ইসলামপন্থগি এখন এক চরম পরীক্ ষার মু খে। মু খা তব কথ্য হল, কঠনি পরীক্ ষা ছাড়া কবিড্ রকমরে কোন প্ রযোশনও ক আশা করা যায়? আর ঈমানদারের জীবনে স্ বে প্ রযোশনটি তো আসে নযিযত ভরা জান্ নাত প্ রাপ্ তরি যধ্ য দযিে। পরসি থতিরি মু ল্ যযনে বাংলাদেশে ইসলামপন্থদের তাই বে াখে। দয হওয়া উচতি।